৫৭

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়

বিশেষ অডিট রিপোর্ট

বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের পুনর্বাসন (পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল) প্রকল্প।

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর ঃ ২০০১-০২ হতে ২০০৬-০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের কার্যালয়

প্রথম খন্ড

যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর ঃ ২০০১-০২ হতে ২০০৬-০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩	প্রথম অধ্যায়	১
৪	অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ (পূর্বাঞ্চল)	২
৫	অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ (পশ্চিমাঞ্চল)	৩
৬	অডিট বিষয়ক তথ্য	৪
৭	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
৮	অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণ	৫
৯	অডিটের সুপারিশ	৫
১০	দ্বিতীয় অধ্যায়	৬
১১	Abbreviation & Glossary	৭
১২	অনুচ্ছেদ নম্বর ১ হতে ১১ (পূর্বাঞ্চল)	৮-১৮
১৩	অনুচ্ছেদ নম্বর ১ হতে ১২ পর্যন্ত (পশ্চিমাঞ্চল)	১৯-৩০
১৪	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩০

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই বিশেষ অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো ।

তারিখ ২৯/০৮/১৪১৬ বঙ্গাব্দ ।
১৩/১২/২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ ।

স্বাক্ষরিত
(আহমেদ আতাউল হাকিম)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ ।

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। দেশ তথা জনগণের কল্যাণার্থে রেল পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নিরাপত্তাসহ উন্নত সেবার নিশ্চয়তা বিধান করা যেমন এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য তেমনি আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় নির্বাহের পর বাংলাদেশ রেলওয়েকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করাও রেল প্রশাসনের দায়িত্ব ।

বিদ্যমান রেলপথের উন্নয়নে "বাংলাদেশ রেলওয়ের মেইন লাইন সেকশনসমূহের রেলপথ পুনর্বাসন পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল" শীর্ষক ৫ বছর মেয়াদী প্রকল্প দু'টি ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে শুরু হয়। সেই মোতাবেক প্রথমত প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময় ১৯৯৯-২০০০ সাল। কিন্তু ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছর পর্যন্ত উভয় অঞ্চলের পিপি ২ (দুই) বার সংশোধনের মাধ্যমে (পূর্বাঞ্চল= টাকা ৩৬০.৭৫ কোটি + পশ্চিমাঞ্চল= টাকা ৫৩৭.৩৯ কোটি) = মোট টাকা ৮৯৮.১৪ কোটি টাকা বরাদ্দের বিপরীতে (টাকা ৩০৮.৭৬ কোটি + টাকা ৩৬৪.৩০ কোটি) = মোট টাকা ৬৭৩.০৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। উল্লিখিত টাকা ব্যয়ে নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলে ৮৪.৩৯% কাজ করা হয়েছে এবং পশ্চিমাঞ্চলে গড়ে ৪৩% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের কাজ অসমাপ্ত রেখে ৩০/৬/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে এবং পশ্চিমাঞ্চলের কাজ নিরীক্ষাকালীন পর্যন্ত চলমান ছিল।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়ের ০৫/৮/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের সিএজি/রি-১/রেলওয়ে/বিবিধ/৩২৪(১০৩)/২৬৮ নং স্মারকের নির্দেশক্রমে রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্প দু'টির হিসাব নিরীক্ষার নিমিত্ত পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ২টি উপদল গঠন পূর্বক ১৯/৮/২০০৭ থেকে ১৮/১২/২০০৭ খ্রিঃ সময় পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প কর্তৃপক্ষের দক্ষতা ও ক্রয়ে মিতব্যয়িতাসহ কতিপয় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম এবং সংঘটিত অন্যান্য সরকারি ক্ষতির বিষয়টি এ বিশেষ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের সামগ্রিক লেনদেনের একটি ক্ষুদ্রাংশ মাত্র অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবল উদাহরণমূলক এবং এগুলো প্রকল্প প্রশাসনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও ত্রুটি বিচ্যুতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এই বিশেষ অডিট প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে পশ্চিমাঞ্চলের প্রতিবেদনে বর্ণিত অনিয়মগুলো নিরীক্ষা মন্তব্যসহ ০৩/৮/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে এবং পূর্বাঞ্চলের প্রতিবেদনে বর্ণিত অনিয়মগুলো ২০/৭/০৮ খ্রিঃ তারিখে সচিব, যোগাযোগ মন্ত্রনালয়ের গোচরে নেয়া হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় থেকে কোন জবাব না পাওয়ায় ১৭/১২/০৮ খ্রিঃ তারিখে দুই অঞ্চলের জন্য পৃথকভাবে ২টি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন মতামত প্রদান বা গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু অবহিত করা হয়নি। বিশেষ অডিট প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত অনিয়মসমূহের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

তারিখ ০৮/০৮/১৪১৬ বঙ্গাব্দ।
২২/১১/২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ মতিয়ার রহমান)

মহাপরিচালক
রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সারসংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

(পূর্বাঞ্চল)

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ
১	ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে পি,পি'র মূল্যহারের অধিক মূল্যহারে ব্যালাস্ট ও স্লীপার সরবরাহকারীদেরকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের ক্ষতি।	১২,১০,৬৯,৫৩৬/২৫
২	বিধিবহির্ভূতভাবে দরপত্র গ্রহণ করতঃ অহেতুক দু'টি আলট্রাসনিক রেলফ্লো ডিটেক্টর মেশিন ক্রয়ে সরকারের ক্ষতি।	৬৭,৫০,০০০/-
৩	প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় না করেই কাজের পরিমাণ নির্ণয় করায় সরকারের ক্ষতি।	২৫,৬৫,৫৯৬/-
৪	সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করে অস্বাভাবিক অধিক মূল্যে ইলাস্টিক রেলক্লিপ (ইআরসি) সংগ্রহ করায় সরকারের ক্ষতি।	১,৪৯,৪৯,০০০/-
৫	এম,এল,আর প্রকল্পের (পূর্বাঞ্চল) বহির্ভূত কর্মকর্তার মোটর গাড়ীর পিওএল ও মেরামত বাবদ অর্থ ব্যয় করায় সরকারের ক্ষতি।	১১,৭৬,১৭৬/-
৬	ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে পি,পি'র সংস্থানের চেয়ে ৪৩৭.৩৩% অধিক ব্যয়ে জগলড ফিসপ্লেট সংগ্রহ করায় সরকারের ক্ষতি।	২৬,২৪,০০০/-
৭	ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে পি,পি'র মূল্য হারের ৮৯.১৭% অধিক মূল্যে ডগস্পাইক সংগ্রহ করায় সরকারের ক্ষতি।	২৬,৪২,৯০০/-
৮	ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে পি,পি'র মূল্যহারের অধিক মূল্যহারে রেল জয়েন্ট ওয়েল্ডিং এর কাজ সম্পাদন করায় সরকারের ক্ষতি।	৪২,১৫,১৯৪/-
৯	পি,পি'র সংস্থানবহির্ভূত গাড়ীর জ্বালানী ও মেরামত বাবদ অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	১৯,২৬,২০০/-
১০	পি,পি'র সংস্থানের অধিক মূল্যে সুইস এক্সপানশন জয়েন্ট ক্রয় করায় সরকারের ক্ষতি।	৯২,১৬,০০০/-
১১	পি,পি,আর, ২০০৩ এর সুযোগ গ্রহণ না করে অস্বাভাবিক অধিক মূল্যের দরপত্র গ্রহণ করে ব্যালাস্ট সংগ্রহ করায় সরকারের ক্ষতি।	৩৩,৮১,০০০/-
	মোট =	১৭,০৫,১৫,৬০২.২৫

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

(পশ্চিমাঞ্চল)

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকার পরিমাণ
১	সিপিটিইউ (CPTU) এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ ব্যতীত দরপত্র মূল্যায়ন।	৩,২০,৬০,০০০/-
২	অনিয়মিতভাবে পিপি'র নির্ধারিত দর অপেক্ষা অস্বাভাবিক অধিক দরে ৭০,০০০ টি স্টীল ট্রাপ স্লীপার ক্রয় করায় ক্ষতি।	২৯,৫২,৬০,০০০/-
৩	প্রকল্পের পিপিতে নির্ধারিত দর অপেক্ষা অস্বাভাবিক বেশী দরে স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহ নেয়ায় ক্ষতি।	১৯,৯৪,৮৬,১৯৭/৭৮
৪	টেন্ডার ওপেনিং রেজিস্টার ও টেন্ডার সাব-মিশন শীটে উল্লিখিত দরে কাটাকাটি দ্বারা অনিয়মিতভাবে দরপত্র মূল্যায়ন।	১,৬২,৬০,০০০/-
৫	উচ্চ দরে প্রাক্কলন প্রণয়ন পূর্বক দরপত্র মূল্যায়ন করায় ক্ষতি।	৪২,৬৭,৩৮৬/-
৬	নবায়নকৃত ট্র্যাক হস্তান্তরকালে প্রকল্প কর্তৃক অবমুক্ত মালামাল কম প্রদান করায় ক্ষতি।	৮২,৮৬,২১২/৪৫
৭	পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধি উপেক্ষা করে ডিপিএম দ্বারা এম এস বিয়ারিং প্লেট ক্রয়জনিত অনিয়ম।	৬৩,৭০,০০০/-
৮	চুক্তিপত্র মোতাবেক কাজ সম্পাদন না করায় ক্ষতি।	১৫,২০,০০০/-
৯	মজুদে ওয়েল্ডিং পোরশন ঘাটতি থাকায় ক্ষতি।	২৬,২৬,৪০০/-
১০	একই কাজের অনুকূলে খন্ড খন্ড প্রাক্কলন প্রণয়ন, দরপত্র মূল্যায়ন ও সম্পাদনের ফলে ক্ষতি।	২০,০০,০০০/-
১১	দরপত্র সিডিউলের শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে অতিরিক্ত মাটির কাজের অনুকূলে অর্থ পরিশোধ করায় ক্ষতি।	২৫,০৬,৩৯৬/-
১২	কাল্পনিক বোল্ডার ডিগিং ও পিচিং দেখিয়ে অর্থ পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৩,৪০,৭৩৬/-
	মোট =	**৫৭,০৯,৮৩,৩২৮.২৩**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ-বৎসর ঃ ২০০১-২০০২ থেকে ২০০৬-২০০৭ অর্থ বছর পর্যন্ত।

নিরীক্ষা প্রকল্প ঃ মেইন লাইন পুনর্বাসন প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

নিরীক্ষা প্রকৃতি ঃ বিশেষ নিরীক্ষা।

নিরীক্ষা সময় ঃ ১৯/৮/২০০৭ থেকে ১৮/১২/২০০৭ পর্যন্ত।

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ * **সরেজমিন পরিদর্শন।**

* **বিল ভাউচার পরীক্ষা।**

* **কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সাথে আলোচনা করা।**

নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন ঃ মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর এবং অধীন কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ

- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
- হিসাবরক্ষণে অনিয়ম
- বিধিবিধান প্রতিপালনে অক্ষমতা ও অনিয়ম
- প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা ও অব্যবস্থাপনা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- রেলওয়ের কোডাল বিধিবিধান পরিপালনে শৈথিল্য।
- পিপি আর এর বিধিবিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করা।
- অর্থ মন্ত্রনালয় কর্তৃক জারীকৃত আর্থিক নির্দেশাবলী পরিপালন না করা।
- ঘাটতি, অনিয়ম উদঘাটিত হওয়া সত্বেও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটের সুপারিশঃ

- সরকারী অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে রেলওয়ের জেনারেল কোড , জেনারেল ফাইন্যানসিয়াল রুলে বর্ণিত Cannon of financial propriety নীতিমালার প্রতি রেলওয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- পিপিআর, পিপিএ প্রভৃতি বিধিমালা পরিপালন করে গণসংগ্রহ ও পূর্ত কাজ সম্পাদনে উদ্বুদ্ধকরণসহ অনিয়মিত ক্রয়ের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অনুমোদিত পিপি ছক মোতাবেক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সেই মোতাবেক মালামাল ক্রয় পূর্বক কেবলমাত্র প্রকল্পের কাজে ব্যবহার করা আবশ্যক।
- এই রিপোর্টে বর্ণিত অনিয়ম ও ক্ষতির জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণ করে উপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতি নিয়মানুগের ব্যবস্থা করে অডিট আপত্তি সমূহ দ্রুত নিস্পত্তির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- ঘাটতি হওয়া মালামালের মূল্য এবং বিধিবহির্ভূতভাবে ক্রীত অতিরিক্ত জড়িত অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

Abbreviation & Glossary :

CPTU	-	Central Procurement Technical Unit
OTM	-	Open Tendering Method
RTM	-	Restricted Tendering Method
PP	-	Project Proforma
DPM	-	Direct Procurement Method
SSAE	-	Senior Sub Assistant Engineer
RFQ	-	Request for Quotation
MLR	-	Main Line Rehabilitation
ERC	-	Elastic Rail Clip
CTR	-	Complete Track Renewal
TSR	-	Through Sleeper Renewal
CCGP	-	Cabinet Committee on Government Purchase
PPR	-	Public Procurement Regulation
TEC	-	Technical Evaluation Committee
SR	-	Schedule of Rates
STD	-	Standard Tender Document
COS	-	Controller of Stores
RNB	-	Railway Nirapatta Bahini
RTC	-	Railway Tender Committee
DOFP	-	Delegation of Financial Power
FA&CAO	-	Financial Adviser & Chief Accounts Officer
SEJ	-	Switch Expansion joint
POL	-	Patrol, Oil & Lubricant
রেলকপ	-	রেলওয়ে কমিটি ফর প্রকিউরমেন্ট।

(পূর্বাঞ্চল)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

শিরোনাম ঃ **ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে পি,পি'র মূল্যহারের অধিক মূল্যহারে স্টোন ব্যালাস্ট ও স্লীপার সরবরাহকারীদেরকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১২ কোটি ১০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫ শত ৩৬ এবং পয়সা ২৫ মাত্র ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

প্রকল্প পরিচালক, মেইল লাইন পুনর্বাসন প্রকল্পের পূর্বাঞ্চল কার্যালয়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে স্টোন ব্যালাস্ট ও উডেন স্লীপার সংগ্রহ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র, সরবরাহকারীদের চূড়ান্ত বিল, অনুমোদিত সংশোধিত পিপি, দরপত্র দলিল, টেন্ডার নোটিশ ও আনুষঙ্গিক নথি পত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত সংশোধিত পিপি'তে উল্লিখিত 'একক' মূল্যহারের অধিক মূল্যে মালামাল সংগ্রহ করতঃ সরবরাহকারীদেরকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। এতে মাত্র ২৯টি চুক্তি পত্রের আওতায় পাথর এবং উডেন স্লীপার সংগ্রহ বাবদ সরকারের ১২ কোটি ১০ লক্ষ ৬৯ হাজার ৫ শত ৩৬ টাকা এবং পয়সা ২৫ মাত্র অধিক ব্যয় হয়েছে। বিস্তারিত পরিশিষ্ট ১.১ এবং ১.২ দ্রষ্টব্য। পরিশিষ্টের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

  ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সময়ে ১৬টি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে ২৭,৯৫,৫৬২.৩৯ ঘনফুট স্টোন ব্যালাস্ট প্রতি ঘনফুট সর্বোচ্চ ৮৯.৯৫ টাকা এবং সর্বনিম্ন ৩৯.২০ টাকা দরে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সংশোধিত পিপির নির্ধারিত দর সর্বোচ্চ ৪০/- এবং সর্বনিম্ন ৩৫/- টাকা। অধিক মূল্যে স্টোন ব্যালাস্ট সংগ্রহ করায় ৮,৮৫,৪৭,২৮৮.৩৪ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

  ১৩টি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে মোট ১,২৯,৯০১/৫৯ ঘনফুট উডেন স্লীপার সর্বনিম্ন ৯১৯/- এবং সর্বোচ্চ ১১০০/- টাকা ঘনফুট দরে সরবরাহ নেয়া হয়েছে। কিন্তু পিপিতে প্রতি ঘনফুটের জন্য নির্ধারিত দর ছিল সর্বনিম্ন ৭৭৫/- এবং সর্বোচ্চ ৮০০/- টাকা। অতিরিক্ত দরে উডেন স্লিপার সরবরাহ নেয়ার ফলে রেলওয়ের ৩,২৫,২২,৩৪৭/৯১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।

- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত অর্থমন্ত্রণালয়ের ১২/৪/৯৪ এবং ২২/২/২০০০ খ্রিঃ তারিখের অফিস স্মারকদ্বয়ে " উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত কাজের ক্ষেত্রে পি,পি'তে উল্লিখিত 'একক' মূল্যহারের অধিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা যাবে না এবং একই বিষয়ে অর্থমন্ত্রণালয়ের ২২/১২/০৪ খ্রিঃ তারিখের আদেশ অনুযায়ী পিপি'র সংস্থানের চেয়ে অধিক অর্থ ব্যয় করা যাবেনা'' নির্দেশনা থাকায় অনুমোদিত পিপি'র মূল্যহারের অধিক মূল্যের দরপত্র অনুমোদন এবং সংস্থানের অধিক টাকার মালামাল সংগ্রহ করা ক্ষমতাবহির্ভূত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- খোলা দরপত্র আহবানের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রে উদ্ধৃত সর্বনিম্ন দর দাতার অনুকূলে TEC এর মূল্যায়ন ও সুপারিশের ভিত্তিতে কাজ চলমান রাখার স্বার্থে যথানিয়মে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্র গৃহীত হয়েছে। TEC এর মূল্যায়ন/সুপারিশে পিপি'র সংস্থানসহ সকল তথ্য রয়েছে। তা ছাড়া শ্রম ও মালামালের মূল্য বৃদ্ধির কারণে উক্ত বেশী ব্যয় হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ,
- সংশোধিত পিপি অনুমোদন করা হয়েছে আগস্ট, ২০০৩ মাসে। আলোচ্য কাজগুলোর অনেকগুলো দরপত্র ও চুক্তিপত্র আগস্ট, ২০০৩ এর পূর্বে অনুমোদন ও সম্পাদন করা সত্বেও সংশোধিত পিপি'তে 'একক' মূল্যহার বৃদ্ধি করা হয়নি।
- পিপি'র 'একক' মূল্যহারের অধিক মূল্যের ব্যয় সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ পিপি অনুমোদনকারী 'একনেক' ব্যতীত অন্য কোন কর্তৃপক্ষ নয়। এক্ষেত্রে 'একনেক' এর অনুমোদন নেই।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে পিপি'র মোট সংস্থানের চেয়ে অধিক অর্থ ব্যয় হয়েছে।
- উল্লিখিত আর্থিক ক্ষমতা আদেশগুলো লঙ্ঘন করে মালামাল সংগ্রহ করা হয়েছে। কাজেই এটি ক্ষমতাবহির্ভূত এবং একটি গুরুতর অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

শিরোনাম ঃ **বিধিবহির্ভূতভাবে দরপত্র গ্রহণ করতঃ অহেতুক দু'টি আলট্রাসনিক রেলফ্লো ডিটেক্টর মেশিন ক্রয়ের ফলে সরকারের ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

এম,এল,আর (পূর্বাঞ্চল) প্রকল্পের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে আলট্রাসনিক রেলফ্লো ডিটেক্টর মেশিন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট Optional Accessories সংগ্রহ সংক্রান্ত সি,ও,এস, প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে এর অফিস কর্তৃক ২৭/৮/০৩ তারিখের আহবানকৃত দরপত্র সহ বিভিন্ন রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় ও মালামালের বাস্তব যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ৬৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় উপরোক্ত ২ টি মেশিন সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প জুন/০৭ মাসে সমাপ্ত ঘোষণা করার সময় পর্যন্ত একবারও ঐগুলো কাজে ব্যবহার করা হয়নি, বর্তমানেও হচ্ছেনা।

- ৯টি প্রতিষ্ঠান দরপত্র ক্রয় করলেও মাত্র দু'টি প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে দরপত্রে অংশগ্রহণকারী ১টি প্রতিষ্ঠানকে Non-responsive ঘোষনা করে দরপত্রে অংশগ্রহণকারী অপর প্রতিষ্ঠান মেসার্স জনী করপোরেশনকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়-যদিও উক্ত প্রতিষ্ঠানের দর পিপি'র সংস্থানের চেয়ে সিডি ভ্যাট সহ (৬৭.৫০-৩০.০০)= ৩৭.৫০ লক্ষ এবং সিডি ভ্যাট ব্যতীত (৬৭.৫০-২০) = ৪৭.৫০ লক্ষ টাকা বেশী।
- দরপত্রে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা পর্যাপ্ত হিসাবে গণ্য করার সুযোগ নেই। মাত্র ১টি দরপত্রের ভিত্তিতে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে-যা গুরুতর অনিয়ম।
- এ ক্ষেত্রে রেলওয়ে স্টোর কোডের ৩১১ অনুচ্ছেদে ' বিধান অনুযায়ী 'প্রচার বা অন্য কোন কারণে দরপত্রে যদি পর্যাপ্ত দরদাতা অংশ গ্রহণ না করে তা হলে পুনঃ দরপত্র আহবান করতে হবে' নির্দেশনা লঙ্ঘিত হয়েছে বিধায় দরপত্রটি গ্রহণ বিধিবহির্ভূত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দর গৃহীত হয়। আখাউড়া- সিলেট এবং ঢাকা -চট্টগ্রাম সেকশনে ২০০৩ এবং ২০০৪ সনে ঘনঘন রেল জয়েন্ট ভাঙ্গার কারণে উহা প্রতিরোধের জন্য মেশিনগুলো ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ৩০/৬/০৭ তারিখে উত্তীর্ণ হওয়ায় নিয়মানুযায়ী ঐগুলো ওপেন লাইন কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, রেল জয়েন্ট ভাঙ্গার সমর্থনে কোন লিখিত দলিল নেই। উপরোক্ত কারণে মেশিনগুলো ক্রয় করা হলে কাজে ব্যবহার হতো। ওপেন লাইনের জন্য মালামাল ক্রয়ের কোন সংস্থান পিপি'তে নেই।
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত অর্থমন্ত্রণালয়ের ১২/৪/৯৪, ২২/০২/২০০০ এবং ২২/১২/২০০৪ তারিখের অফিস স্মারকগুলোর নির্দেশনা মোতাবেক পিপি'র সংস্থানের চেয়ে অধিক ব্যয় করার কোন অবকাশ নেই।
- কাজেই, উক্ত মেশিনগুলো ক্রয় অহেতুক। এটি একটি গুরুতর অনিয়ম এবং উপরোক্ত ব্যয়িত টাকা সরকারের ক্ষতি হিসাবে গণ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

শিরোনাম ঃ **প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় না করেই কাজের পরিমাণ নির্ণয় করায় সরকারের ২৫ লক্ষ ৬৫ হাজার ৫ শত ৯৬ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

এম,এল,আর (পূর্বাঞ্চল) প্রকল্পের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে টংগী-ভৈরববাজার সেকশনের Short Welded Rail Panel into Long Welded Rail Panel এ রূপান্তরকরণ কাজের চুক্তিপত্র, বিল এবং উক্ত প্রকল্পের ভৈরববাজার ঘাটস্থ গোডাউনে রক্ষিত মালামাল বাস্তব যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- সম্পূরক চুক্তি অনুযায়ী ২২৬ টি গ্লুয়েড জয়েন্ট কাজে ব্যবহার করার কথা এবং এই মোতাবেকই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান টি,এস,ও ম্যাক্স জয়েন্ট ভেঞ্চারকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। কিন্তু ৪৪টি গ্লুয়েড জয়েন্ট কাজে ব্যবহার না করে প্রকল্প কর্তৃপক্ষের গোডাউনে জমা দেয়া হয়েছে।
- এতে প্রমাণ হয় যে, উক্ত মালামাল প্রকল্পের কাজের জন্য প্রয়োজন ছিল না।
- এতে প্রতিটি ৫৮,৩০৯ টাকা হারে ৪৪টি গ্লুয়েড জয়েন্টের মূল্য বাবদ সরকারের ২৫,৬৫,৫৯৬ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

গ্লুয়েড জয়েন্ট একটি দুষ্প্রাপ্য আইটেম যা সচরাচর বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। রেল জয়েন্টের দুর্ঘটনা জনিত কারণে ফাঁটলের সৃষ্টি হলে তাৎক্ষনিক প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যেই বর্ণিত ৪৪টি গ্লুয়েড জয়েন্ট সংরক্ষণ করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে বিধায় ঐগুলো ওপেন লাইনের নিকট হস্থান্তর করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- পিপি'তে ওপেন লাইনের জন্য মালামাল ক্রয় করে রাখার কোন ব্যবস্থা নেই।
- প্রকল্পের আওতায় ব্লক জয়েন্টের স্থলে গ্লুয়েড জয়েন্ট লাগানোর জন্য এই আইটেমটি চুক্তিপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, ওপেন লাইন কর্তৃক ব্যবহারের জন্য নয়। প্রকৃতপক্ষে ঐ ৪৪টি প্রয়োজনের অতিরিক্ত হওয়ার কারণেই অব্যবহৃত রয়েছে।
- এতে প্রমাণ হয় যে, প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় এবং বাস্তবে কাজে ব্যবহার না করে ২২৬ টির জন্য সম্পূরক চুক্তি সম্পাদন ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- কাজেই, এটি একটি গুরুতর অনিয়ম এবং উপরোল্লিখিত টাকা সরকারের ক্ষতি হিসাবে গণ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

শিরোনাম ঃ **সরকারি নির্দেশনা লঙ্ঘন করে অস্বাভাবিক অধিক মূল্যে ইলাস্টিক রেলক্লিপ (ইআরসি) সংগ্রহ করায় সরকারের ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৪৯ হাজার টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

এম,এল,আর (পূর্বাঞ্চল) প্রকল্পের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে ই,আর,সি সংগ্রহ সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তিপত্র, সরবরাহকারীর বিল, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির কার্যবিবরণী, সংশোধিত পিপি এবং অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- স্থানীয় উৎস হতে সংশোধিত পিপি'র 'একক' মূল্যহারের চেয়ে অস্বাভাবিক অধিক মূল্যহারে (৩৯.৬০% হতে ১৬৫%) ই,আর,সি সংগ্রহ করা হয়েছে।
- এই ক্ষেত্রে ৩টি চুক্তিপত্রের মধ্যে ১টি রেইট কন্ট্রাক্ট এবং অপর দু'টি পি,পি,আর,২০০৩ এর সরাসরি সংগ্রহ পদ্ধতি (ডিপিএম) এর আওতাভুক্ত।
- ডিপিএম পদ্ধতিতে মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে পি,পি,আর,২০০৩ এর ৩৮(১) প্রবিধানমালানুযায়ী দর কষাকষির মাধ্যমে মূল্য কমানোর সুযোগ থাকলেও দর কষাকষি করা হয়নি।
- অস্বাভাবিক অধিক দরের কারণে পি,পি,আর,২০০৩ এর প্রবিধানমালা ১৪(২) অনুযায়ী উক্ত দরপত্র বাতিল করার সুযোগ থাকলেও তা করা হয়নি।
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত অর্থমন্ত্রণালয়ের ১২/৪/৯৪ এবং ২২/২/২০০০ তারিখের অফিস স্মারকদ্বয়ের নির্দেশানুযায়ী পিপি'র 'একক' মূল্যের অধিক মূল্যে মালামাল সংগ্রহের সুযোগ নেই। একই মন্ত্রণালয়ের একই বিষয়ের ২২/১২/০৪ তারিখের নির্দেশানুযায়ী পিপি'র বরাদ্দের অধিক ব্যয় করা যাবেনা। কিন্তু এক্ষেত্রে অধিক টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- এটি সরকারি নির্দেশনার পরিপন্থী। এতে সরকারের ১,৪৯,৪৯,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-'২')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

হিসাব বিভাগের সম্মতি ও দরপত্র কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দর গৃহীত হওয়ায় মালামাল সরবরাহ নেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ, এক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ 'একনেক' এর অনুমোদন নেই।
- এ ছাড়া, পি,পি,আর, ২০০৩ অনুযায়ী দর কমানোর জন্য দর কষাকষির সুযোগ থাকা সত্বেও তা করা হয়নি।
- কাজেই, এটি একটি গুরুতর অনিয়ম এবং উপরোল্লিখিত টাকা সরকারের ক্ষতি হিসাবে গণ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

শিরোনাম ঃ **এম,এল,আর প্রকল্প (পূর্বাঞ্চল) বহির্ভূত কর্মকর্তার মোটর গাড়ীর পিওএল ও মেরামত বাবদ অর্থ ব্যয় করায় সরকারের ১১ লক্ষ ৭৬ হাজার ১ শত ৭৬ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

এম,এল,আর (পূর্বাঞ্চল) প্রকল্পের ২০০১-০২ হতে ২০০৬-০৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন গাড়ীর পিওএল ও মেরামত বাবদ ব্যয়কৃত অর্থের হিসাব যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- পরিচালক, সংগ্রহ, রেলভবন, ঢাকার ব্যবহৃত জীপ গাড়ী নং- ঢাকা- মেট্রো-ঘ ০২-১৮৭৯ এর জন্য পিওএল ও মেরামত বাবদ ১১,৭৬,১৭৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। (পরিশিষ্ট -'৩')
- উক্ত কর্মকর্তার কার্যালয়ের কোন প্রকার ব্যয়ই এম,এল,আর (পূর্বাঞ্চল) প্রকল্প হতে নির্বাহ করার কোন সংস্থান পি,পি'তে নেই।
- উক্ত কর্মকর্তা সার্বক্ষনিকভাবেও কোন গাড়ী প্রাপ্য নহেন।
- মোটর গাড়ীর পিওএল বা মেরামত বাবদ ব্যয়ের কোন সংস্থান পি,পি'তে নেই।
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত ১২/০২/২০০০ এবং ২২/১২/২০০৪ তারিখের নির্দেশানুযায়ী পিপি'তে সংস্থান নেই এরূপ কাজের জন্য অর্থ ব্যয় করা যাবেনা বিধায় উপরোক্ত টাকা সরকারের ক্ষতি হিসাবে গণ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

গাড়ীর জ্বালানী ও রক্ষনাবেক্ষণ ব্যয় পরিকল্পনা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা এর পত্র নং পি.এল,আর/বিবিধ/১৮৬ তারিখ ০২/০২/১৯৯৭ এর নির্দেশ মোতাবেক এম,এল,আর,পূর্ব প্রকল্প হতে নির্বাহ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ,
- এটি পরিকল্পনা পরিদপ্তরের এখতিয়ারবহির্ভূত। এ ক্ষেত্রে পিপি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষই ক্ষমতাবান।
- কাজেই উক্ত ব্যয় সরকারের ক্ষতি হিসাবে গণ্য এবং এটি একটি অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

শিরোনাম ঃ **ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে পি,পি'র সংস্থানের চেয়ে ৪৩৭.৩৩% অধিক ব্যয়ে জগলড ফিসপ্লেট সংগ্রহ করায় সরকারের ২৬ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

এম,এল,আর (পূর্বাঞ্চল) প্রকল্পের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে জগলড ফিসপ্লেট সংগ্রহ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র নং-ইএনসি/জেএফসি/এজিটি/২০০১-৯ তাং- ৩১/১০/০১, মালামাল সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স ম্যাক্স অটোমোবাইল, প্রোডাক্টস লিঃ এর ২১/৩/০২ তারিখের চূড়ান্ত বিল, সংশোধিত পিপি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- রেইট কন্ট্রাক্ট নং বিসিক/ইনজ/পিওয়ে ফিটিংস/০৫১/২০০১ তাং- ২২/৭/০১ এর আওতায় ১০০ সেট (২০০টি) জগলড ফিসপ্লেট প্রতি সেটের মূল্য ৩২,২৪০ টাকা হারে সংগ্রহ বাবদ ৩২,২৪,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- পি,পি'তে প্রতি সেটের মূল্য ৬,০০০ টাকা হারে ১০০ সেটের জন্য ৬ লক্ষ টাকার সংস্থান আছে।
- এতে পিপি'র সংস্থানের চেয়ে মোট (৩২,২৪,০০০ - ৬,০০,০০০) = ২৬,২৪,০০০ টাকা (৪৩৭.৩৩%) অধিক ব্যয় করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পিপি'র 'একক' মূল্যের চেয়ে (৩২,২৪০- ৬,০০০)= ২৬,২৪০ টাকা অধিক ব্যয় হয়েছে।
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত অর্থমন্ত্রণালয়ের ১২/৪/৯৪ এবং ২২/২/২০০০ তারিখের নির্দেশানুযায়ী পিপি'র 'একক' মূল্যের অধিক মূল্যে মালামাল সংগ্রহের সুযোগ নেই। একই বিষয়ে অর্থমন্ত্রণালয়ের ২২/১২/২০০৪ তারিখের নির্দেশানুযায়ী মোট বরাদ্দ/সংস্থানের অধিক ব্যয়ের সুযোগ নেই।
- এতে সরকারের ২৬ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ক্ষতি সাধন হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিসিক সাব-কন্ট্রাক্ট এর নীতিমালায় জগলড ফিসপ্লেট সংগ্রহ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ,
- দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক অধিক মূল্য পরিশোধের সুযোগ নেই। পিপি'র সংস্থানুযায়ী এটি গ্রহণযোগ্য নয়।
- পিপি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ 'একনেক' এর অনুমোদন ব্যতীত উপরোক্ত অধিক ব্যয়ে জগলড ফিসপ্লেট সংগ্রহ করা ক্ষমতাবহির্ভূত এবং একটি গুরুতর অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

শিরোনাম ঃ **ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে পি,পি'র মূল্য হারের ৮৯.১৭% অধিক মূল্যে ডগস্পাইক সংগ্রহ করায় সরকারের ২৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৯ শত টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

এম,এল,আর (পূর্বাঞ্চল) প্রকল্পের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে ডগস্পাইক সংগ্রহ সংক্রান্ত রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- পিপি'র 'একক' মূল্যের অধিক মূল্যে মেসার্স ম্যাক্স অটোমোবাইল প্রোডাক্টস লিঃ এর নিকট হতে ২ লক্ষ ৪৭ হাজারটি ডগস্পাইক সংগ্রহ করা হয়েছে।
- অনুমোদিত পিপি'তে প্রতিটি ডগস্পাইকের মূল্য ছিল ১২ টাকা। অথচ, সংগ্রহ করা হয়েছে ২২.৭০ টাকা হারে-যা পিপি'র মূল্যহারের চেয়ে ৮৯.১৭% অধিক।
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত অর্থমন্ত্রণালয়ের ১২/৪/১৯৯৪ এবং ২২/০২/২০০০ তারিখের নির্দেশানুযায়ী " উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত কাজের ক্ষেত্রে পিপি'তে উল্লিখিত একক মূল্যহারের অধিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা যাবে না"।
- পিপি'র 'একক' মূল্যের অধিক মূল্যে ডগস্পাইক সংগ্রহ করার ব্যাপারে পিপি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের (একনেক) কোন অনুমোদন নেয়া হয়নি। এতে ২,৪৭,০০০টি ডগস্পাইক ক্রয়ে সরকারের ২৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৯ শত টাকা ক্ষতি সাধন হয়েছে (পরিশিষ্ট- '৪')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- খোলা দরপত্র আহবানের মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈধ সর্বনিম্ন দরদাতার দর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় মালামাল সরবরাহ নেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ,
- উপরোক্ত অধিক মূল্যে মালামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে পিপি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ (একনেক) এর কোন অনুমোদন নেই।
- উপরে বর্ণিত আর্থিক ক্ষমতা আদেশ ও একই বিষয়ে ২২/১২/০৪ তারিখের আদেশানুযায়ী মোট বরাদ্দের অধিক ব্যয়ের কোন সুযোগ নেই।
- এ ছাড়া এক্ষেত্রে পিপি'র মোট সংস্থানের চেয়ে অধিক অর্থ ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -'৪')।
- এটি একটি গুরুতর অনিয়ম এবং উপরোল্লিখিত টাকা সরকারের ক্ষতি হিসাবে গণ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

শিরোনাম ঃ **ক্ষমতাবহির্ভূতভাবে পি,পি'র মূল্যহারের অধিক মূল্যহারে রেল জয়েন্ট ওয়েল্ডিং এর কাজ সম্পাদন করায় সরকারের ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার ১ শত ৯৪ টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

এম,এল,আর (পূর্বাঞ্চল) প্রকল্পের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে রেল জয়েন্ট ওয়েল্ডিং সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তিপত্র, ঠিকাদারের বিল, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির কার্যবিবরণী, আগষ্ট ২০০৩ মাসে অনুমোদিত সংশোধিত পিপি ইত্যাদি রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- আগস্ট,০৩ মাসে অনুমোদিত সংশোধিত পিপি'র 'একক' মূল্যহারের (প্রতি ওয়েল্ডিং এর মূল্য) চেয়ে ১২.২১% হতে ৩১.২৫% অধিক মূল্যে রেল জয়েন্ট ওয়েল্ডিং কাজ সম্পাদন করতঃ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স টেকনিক কনস্ট্রাকশন কোম্পানিকে ১৫,৩৭৩ টি ওয়েল্ডিং এর মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।
- ২৪/১০/২০০১ তারিখের রেইট কন্ট্রাক্ট এর আওতায় ৮,৩৮৩ টি জয়েন্ট ওয়েল্ডিং এর দর গ্রহণ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট জয়েন্ট ওয়েল্ডিং এর মূল্য খোলা দরপত্রে অংশগ্রহণকারী একমাত্র দরদাতার দরে গ্রহণ করা হয়েছে ।
- এই ব্যয় স্থানীয় উৎস হতে নির্বাহ করা হয়েছে।
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত অর্থমন্ত্রণালয়ের ১২/৪/৯৪ এবং ২২/২/২০০০ তারিখের অফিস স্মারকদ্বয়ের নির্দেশানুযায়ী পিপি'র 'একক' মূল্যের অধিক মূল্যে কোন কাজ সম্পাদনের সুযোগ নেই।
- এছাড়া উপরোক্ত কাজের চুক্তিপত্র ৩ টি যথাক্রমে ০৬/১১/০১, ০৬/০২/০২ এবং ২৪/৭/২০০০ তারিখে সম্পাদন করা হলেও আগস্ট, ০৩ মাসে সংশোধিত পিপি'তে মূল্যহার সংশোধিত না হওয়ায় ধরে নেয়া যায় যে, সংশোধিত পিপি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ' একনেক' কর্তৃক উক্ত অধিক মূল্য সর্বাংশে গ্রহণ করা হয়নি।
- এতে সরকারের ৪২ লক্ষ ১৫ হাজার ১ শত ৯৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- '৫')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

দেশীয় ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দর গ্রহণ করতঃ কার্যসম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ,
- পিপি অনুমোদনকারীর অনুমোদন ব্যতীত পিপি'র 'একক' মূল্যের অধিক মূল্যে কার্যসম্পাদনের সুযোগ নেই।
- কাজেই এটি একটি অনিয়ম এবং ক্ষমতাবহির্ভূত।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

শিরোনাম ঃ **পি,পি'র সংস্থানবহির্ভূত গাড়ীর জ্বালানী ও মেরামত বাবদ ১৯ লক্ষ ২৬ হাজার ২ শত টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয়।**

বিবরণ ঃ

এম,এল,আর (পূর্বাঞ্চল) প্রকল্পের ২০০১-০২ হতে ২০০৬-০৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে বিভিন্ন মোটর গাড়ীর জ্বালানী ও রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয়কৃত অর্থের হিসাব যাচাইয়ে দেখা যায় যে,

- পিপি'তে সংস্থান না থাকা সত্বেও গাড়ীর জ্বালানী ও মেরামত বাবদ ১৯,২৬,২০০ টাকা ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে। (পরিশিষ্ট '৬')
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ১২/৪/৯৪, ২২/২/২০০০ এবং ২২/১২/২০০৪ তারিখের উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত আদেশ মোতাবেক পিপি'তে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য/আইটেম অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং উহার বিপরীতে বাজেট বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে ব্যয় করতে হবে।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে পিপি'তে উক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত না থাকায় উক্ত ব্যয় অনিয়মিত ব্যয় হিসাবে গণ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

প্রকল্প পরিচালক সহ যে সকল কর্মকর্তাগণের অনুকূলে গাড়ী বরাদ্দ ছিল সেগুলো পরিচালন, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতকরণ অত্যাবশ্যকীয় ছিল। প্রকল্প ছকে সুনির্দিষ্ট সংস্থান না থাকায় বেতন ভাতা, কন্টিজেন্সী ইত্যাদি খাতের সংস্থান হতে বর্ণিত ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- উক্ত জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ,
- বেতন ভাতা, কন্টিজেন্সী ইত্যাদি খাত হতে এই ব্যয় নির্বাহ করার সুযোগ নেই। এটি একটি অনিয়ম।

নিরীক্ষার সুপারিশ

উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

শিরোনাম ঃ **পি,পি'র সংস্থানের অধিক মূল্যে সুইস এক্সপানশন জয়েন্ট ক্রয় করায় সরকারের ৯২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

এম,এল,আর (পূর্বাঞ্চল) প্রকল্পের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে ১৩০ সেট সুইচ এক্সপানশন জয়েন্ট (এস, ই, জে) ক্রয় সংক্রান্ত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির কার্যবিবরণী সহ বিভিন্ন রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বৈদেশিক ও স্থানীয় উৎস হতে ক্রয়ের পরিবর্তে স্থানীয় উৎস হতেই ১৩০ সেট এস, ই, জে ২,৫৭,৪০,০০০ টাকায় ক্রয় করতঃ ৮০ সেটের ৯০% মূল্য ১,৪২,৫৬,০০০ টাকা সরবরাহকারীকে পরিশোধ করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট টাকা পরিশোধের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।
- পিপিতে উভয় উৎসে মোট সংস্থান ১,২১,০০,০০০ টাকা। কিন্তু স্থানীয় উৎসের মূল্যহারে (প্রতি সেট ৭০,০০০ টাকা) মোট সংস্থান দাঁড়ায় ৯১ লক্ষ টাকা। অথচ, ২,৫৭,৪০,০০০ টাকার দরপত্র অনুমোদন করা হয়েছে- যা পিপির সংস্থানের চেয়ে ১,৬৬,৪০,০০০ টাকা (১৮২.৮৬%) অধিক।
- এছাড়া প্রকল্পের সমাপ্তি ঘোষণা পর্যন্ত ১ টি সেটও লাইনে স্থাপন করা হয়নি।
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২২/১২/০৪ তারিখের নির্দেশনা মোতাবেক পিপি'র মোট সংস্থানের অধিক অর্থ ব্যয়ের সুযোগ নেই।
- পি,পি,আর ২০০৩ এর প্রবিধানমালা- ১৪(২) অনুযায়ী উক্ত দরপত্র বাতিলের সুযোগ গ্রহণ করা হয়নি।
- উপরোল্লিখিত নির্দেশনাগুলো লঙ্ঘন করায় ইতোমধ্যেই সরকারের ৯২,১৬,০০০ টাকা ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট-'৭')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে এস, ই, জে (Switch Expansion Joint) স্থাপন করা হয়নি। কুমিরা-মিরেরশ্বরাই সেকশনের ২৪ কিলোমিটার অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের সময় ঐগুলো স্থাপন করা হবে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে দরপত্র গৃহীত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ,
- বাজেট বরাদ্দের অপ্রতুলতার কারণে নয়, বরং বিভিন্ন কাজে পিপি'র সংস্থানের চেয়ে অধিক ব্যয় করায় অর্থের ঘাটতি হয়েছে। এ কারণেই এস, ই, জে এর মূল্যবাবদ ১,১৪,৮৪,০০০ টাকা অপরিশোধিত রয়েছে।
- এটি একটি গুরুতর অনিয়ম এবং উল্লিখিত টাকা ক্ষতি হিসাবে গণ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

শিরোনাম ঃ **পি,পি,আর, ২০০৩ এর সুযোগ গ্রহণ না করে অস্বাভাবিক অধিক মূল্যের দরপত্র গ্রহণ করে স্টোন ব্যালাস্ট সংগ্রহ করায় সরকারের ৩৩ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

এম,এল,আর (পূর্বাঞ্চল) প্রকল্পের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে মিরেরশ্বরাই রেলওয়ে সাইডিং-এ ২ লক্ষ ঘনফুট ব্যালাষ্ট সংগ্রহ ও লোডিং (Loading) সংক্রান্ত দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির কার্যবিবরণী, চুক্তিপত্র, সরবরাহকারীর চলতি বিল-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- পি,পি,আর,২০০৩ এর 'সর্বনিম্ন দর গ্রহণের' বিধান এর বরাতে পিপি'র প্রাক্কলিত মূল্যের (প্রতি ঘনফুটের মূল্য) চেয়ে ৬৪.৯৫ টাকা (১৮৫.৫৭%) অধিক মূল্যের দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে। পিপিতে প্রতি ঘনফুটের প্রাক্কলিত মূল্য ৩৫ টাকা হলেও গৃহীত দর ৯৯.৯৫ (প্রতি ঘনফুট ব্যালাস্ট ৯৯.৪০ এবং Loading ০.৫৫ টাকা)।
- উক্ত গৃহীত দর প্রাক্কলিত দরের চেয়ে অস্বাভাবিকভাবে অধিক।
- পি,পি,আর,২০০৩ এর ১৪(২) প্রবিধানে 'যে ক্ষেত্রে সকল দরপত্র, প্রস্তাবিত বা উদ্ধৃত মূল্য উল্লেখযোগ্যভাবে দাপ্তরিক প্রাক্কলনকে অতিক্রম করে, সেই ক্ষেত্রে দাখিলকৃত সকল দরপত্র বা উদ্ধৃত মূল্য প্রত্যাখ্যান করা যুক্তি যুক্ত হবে' উল্লেখ থাকলেও এর সুযোগ গ্রহণ করে আলোচ্য দরপত্র বাতিল করা হয়নি।
- ব্যালাস্টের ক্ষেত্রে পিপির মোট সংস্থানের চেয়ে অধিক অর্থের ব্যালাস্ট সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত থাকা সত্বেও অধিক দরে ব্যালাস্ট সংগ্রহ করা হয়েছে।
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২২/১২/২০০৪ তারিখের আদেশানুযায়ী পিপির সংস্থানের/বরাদ্দের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করার সুযোগ নেই।
- ইতোমধ্যে ৫২,৫০০ ঘনফুট ব্যালাস্ট সংগ্রহ বাবদ সরকারের ৩৩,৮১,০০০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে যা ক্ষতি হিসাবে গণ্য (পরিশিষ্ট-'৮')।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে মালামালের বৃদ্ধি জনিত কারণে দর গৃহীত হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ,

- দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পি,পি,আর ২০০৩ এর বরাতে সর্বনিম্ন দর গ্রহণের সুপারিশ করা হলেও পি,পি,আর, ২০০৩ এর ১৪(২) প্রবিধানমালানুযায়ী অস্বাভাবিক অধিক মূল্যের দরপত্র বাতিলের সুযোগ থাকা সত্বেও তা করা হয়নি।
- পিপি'র সংস্থানের অতিরিক্ত অর্থ ব্যয়ের সুযোগ নেই।
- এটি একটি অনিয়ম এবং উল্লিখিত টাকা সরকারি ক্ষতি হিসাবে গণ্য।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন।

(পশ্চিমাঞ্চল)

অনুচ্ছেদ ঃ ১

শিরোনামঃ **সিপিটিইউ (CPTU) এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ ব্যতীত নিয়ম বহির্ভূতভাবে ৩,২০,৬০,০০০/- (টাকা তিন কোটি বিশ লক্ষ ষাট হাজার মাত্র) টাকার দরপত্র মূল্যায়ন।**

বিবরণ ঃ

প্রকল্প পরিচালক, মেইন লাইন পুনর্বাসন প্রকল্প/পশ্চিম/কার্যালয়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষা কালে সংযুক্ত তালিকায় বর্ণিত (পরিশিষ্ট-১) ২টি কাজের দরপত্র দলিল, টেন্ডার নোটিশ সি,এস ও দরপত্র মূল্যায়ণ কমিটির কার্য বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- দরপত্র দু'টির প্রতিটির মূল্যমান ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে । পি,পি, আর/২০০৩ এর প্রবিধি ২১(২) মোতাবেক সংশ্লিষ্ট দরপত্র CPTU এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের নিয়ম থাকলেও তা অনুসরণ করা হয়নি।
- TEC কর্তৃক প্রাক্কলিত দর মূল্যায়ন করা হয় নি। যা অনিয়মের পর্যায়ে পড়ে। দরপত্র মূল্যায়নের সময় প্রাক্কলন মঞ্জুরীর প্রক্রিয়াধীন ছিল।
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উল্লিখিত কাজের দরপত্র CPTU এর ওয়েব সাইটে প্রকাশের কার্যক্রম নেয়া হয়নি।
- দু'টি দরপত্রেই ৩ জন করে দরদাতা অংশগ্রহণ করেছেন।
- বর্নিত দরপত্র CPTU এর ওয়েব সাইটে প্রকাশিত না হওয়ার বিষয়টি CPTU কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিরীক্ষাকে লিখিতভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।
- দু'টি দরপত্রের ১ টির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাইস সিডিউল এর দরকেটে কম করা হয়েছে, একই ধরনের কাটাকাটি টেন্ডার ওপেনিং রেজিস্টার এবং টেন্ডার সাবমিশন শীটে ও রয়েছে। যা গুরুতর অনিয়মের পর্যায়ে পড়ে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরীক্ষা করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

নিষ্পত্তি মূলক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

- সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে দরপত্র প্রকাশের ব্যবস্থা না নেয়ায় যথাযথ প্রতিযোগিতা ব্যহত হয়েছে।
- টেন্ডার সাবমিশনশীট, টেন্ডার ওপেনিং রেজিস্টার এবং প্রাইস সিডিউলে একই ধরনের কাটাকাটিতে প্রমাণিত হয় যে, পছন্দের ঠিকাদারকে কাজ দেয়া হয়েছে। দর কাটার ফলে সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েছেন।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২

শিরোনাম ঃ **অনিয়মিতভাবে পি,পি'র নির্ধারিত দর অপেক্ষা অস্বাভাবিক অধিক দরে ৭০,০০০ টি স্টীল ট্রাপ স্লীপার ক্রয় করায় ২৯,৫২,৬০,০০০/- (টাকা উনত্রিশ কোটি বায়ান্ন লক্ষ ষাট হাজার মাত্র) টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

প্রকল্প পরিচালক মেইন লাইন পুনর্বাসন প্রকল্প/পশ্চিম কার্যালয়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে সংযুক্ত তালিকায় (পরিশিষ্ট-২) উল্লিখিত সেকশনের জন্য স্টীল স্লীপার ক্রয়ের চুক্তিপত্র, দরপত্র দলিল ও আনুসঙ্গিক নথিপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ঈশ্বরদী-খুলনা ও পোড়াদহ-গোয়ালন্দ সেকশনের জন্য সংশোধিত পিপিতে সিডি ভ্যাটসহ প্রতিটি স্লীপারের দর ছিল ২,৭২৭/- টাকা ।
- প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশন হতে mode of finance পরিবর্তনের অনুমোদন নিয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের নির্দেশক্রমে আন্তর্জাতিক টেন্ডারের পরিবর্তে RTM দ্বারা দু'টি প্রতিষ্ঠানের সাথে পৃথকভাবে দু'টি চুক্তিপত্র সমস্পাদনের মাধ্যমে যথাক্রমে ৩৫,০০০ টি স্লীপার ৬৯৫০/- টাকা দরে এবং অবশিষ্ট ৩৫,০০০ টি স্লীপার ৬,৯৪০/- টাকা দরে (২৪,৩২,৫০,০০০/- + ২৪,২৯,০০,০০০/-) = সর্বমোট ৪৮,৬১,৫০,০০০/- টাকায় অক্টোবর ২০০৭ মাসে সরবরাহ নেয়া হয়েছে।
- অনুমোদিত মূল পিপি এবং সংশোধিত পিপিতে স্টীল স্লীপার নগদ বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও স্থানীয় মুদ্রায় ক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র গৃহীত হয়েছে।
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত অর্থমন্ত্রণালয়ের ১২/৪/৯৪ এবং ২২/২/২০০০ তারিখের অফিস স্মারকদ্বয়ের নির্দেশানুযায়ী পিপি'র 'একক' মূল্যের অধিক মূল্যে মালামাল সংগ্রহের সুযোগ নেই। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা উপেক্ষা করে মালামাল ক্রয় করা হয়েছে। যা গুরুতর অনিয়ম।
- দরপত্র চূড়ান্ত করণের কার্যপত্রে The Procedure for implementation of the public procurement Regulations 2003 এর প্রবিধি ৩৭ মোতাবেক RTM অনুসরণ করার কথা উল্লেখ থাকলেও প্রকৃত পক্ষে উক্ত প্রবিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে RTM অনুসরণ করা হয়েছে। কারণ-
- ৩৭ (১-এ) মোতাবেক অনুমোদিত তালিকাভুক্ত সরবরাহকারী না থাকলে OTM অনুসরণ করা সমীচীন এবং প্রবিধি ১৭ এর শর্ত পূরণ না হলে Flow Chart মোতাবেক OTM অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে অনুমোদিত তালিকা ভুক্ত কোন সরবরাহকারী ছিল না এবং প্রবিধি ১৭ (১-এ) এর শর্ত ও পূরণ হয়নি।
- বিধি মোতাবেক খোলা দরপত্র/আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা প্রয়োজন হলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করায় বিষয়টি নিয়ম বর্হিভূত হয়েছে।
- স্থানীয়ভাবে ক্রয় করায় $\{(৪৮,৬১,৫০,০০০/-)-(৭০,০০০\times২,৭২৭/-)\}$=২৯,৫২,৬০,০০০/- টাকা বেশি ব্যয় হয়েছে। যা ক্ষতি হিসেবে গণ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ৭০,০০০টি স্টীল ট্রাপ স্লীপার ক্রয়ের কাজটি ২টি প্যাকেজে বিভক্ত করে পিপিতে সংস্থানকৃত বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে প্লানিং কমিশনের অনুমতি নিয়ে স্থানীয়ভাবে স্থানীয় প্রস্তুত কারকের নিকট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং দরপত্র ২ টি সিসিজিপি কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- প্রতিটি কাজের মূল্যমান ১ কোটি টাকার উর্ধ্বে হওয়া সত্ত্বেও দরপত্র সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়নি।
- পিপিতে আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় স্টীল স্লীপার ক্রয়ের সংস্থান থাকলেও বিধিবহির্ভূতভাবে স্থানীয় মুদ্রায় আরটিএম এ দরপত্র আহবান করা হয়।
- এব্যাপারে Mode of finance Change করার বিধান থাকলেও তা যথাসময়ে না করে পরবর্তীতে ২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে করা হয়েছে।
- দরপত্র গৃহীত হয় ২০০৫ সালে যা স্থানীয় মুদ্রায় আরটিএম এ আহবান করা হয়। প্রতিযোগিতা এড়ানোর জন্য ওটিএম করা হয় নি।
- যেহেতু কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়েছে তাই CD VAT ভ্যাট অর্ন্তভুক্ত করেই দরদাতারা দর প্রদান করেছে। ফলে স্থানীয় মুদ্রায় স্থানীয় ভাবে ক্রয় করায় কোন সুবিধা হয়নি বরং ক্ষতি হয়েছে।
- The procedures for implementation of the PPR/2003 এর প্রবিধি ৩৭ এবং ১৭(১-এ) ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিয়ম বহির্ভূতভাবে দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন করা হয়েছে যা গুরুতর অনিয়মের পর্যায়ে পড়ে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

শিরোনাম ঃ **প্রকল্পের পিপিতে নির্ধারিত দর অপেক্ষা অস্বাভাবিক বেশী দরে স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহ নেয়ায় ১৯,৯৪,৮৬,১৯৭.৭৮ (টাকা উনিশ কোটি চুরানব্বই লক্ষ ছিয়াশি হাজার এক শত সাতানব্বই এবং পয়সা ৭৮ মাত্র) টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

মেইন লাইন পুনর্বাসন প্রকল্প (পশ্চিম) কার্যালয়ের হিসাব নিরীক্ষাকালে প্রকল্পের পিপি, দরপত্র, চূড়ান্ত বিল, চুক্তিপত্র ও নথি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- পিপিতে প্রতি ঘনফুট ব্যালাস্টের অনুমোদিত দর ছিল ৩৫/- টাকা (প্রথম সংশোধনী) ও ৪৫/- টাকা (দ্বিতীয় সংশোধনী);
- সংযুক্ত তালিকায় (পরিশিষ্ট-৩) বর্ণিত ১৩টি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে সর্বনিম্ন ৫৭.৯৫ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৯৬ টাকা দরে মোট ৫৫,১৪,৬৪৯.৮২ঘনফুট ব্যালাস্ট সরবরাহ নেয়া হয়েছে। ফলে সরকারের ১৯,৯৪,৮৬,১৯৭/৭৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- এছাড়াও সমসাময়িককালে উক্ত স্টোন ব্যালাস্ট ওপেন লাইনে প্রতি ঘনফুট ৩৬/- (ছত্রিশ) টাকা দরে সরবরাহ নেয়া হয়েছে। ফলে উচ্চমূল্যে ব্যালাস্ট সরবরাহের বিষয়টি গুরুতর অনিয়মের পর্যায়ে পড়ে (পরিশিষ্ট-৩)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন সময়ে খোলা দরপত্র আহবানের মাধ্যমে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশক্রমে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ব্যালাস্ট সরবরাহ নেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

প্রদত্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ-

- একনেক কর্তৃক পিপির প্রথম ও দ্বিতীয় সংশোধনীতে ব্যালাস্টের অনুমোদিত দর ছিল যথাক্রমে ৩৫/- ও ৪৫/- টাকা;
- একনেকের অনুমোদিত দর উপেক্ষা করে নিয়ম বহির্ভূতভাবে উচ্চ দরে ব্যালাস্ট সরবরাহ নেয়া হয়েছে। ফলে ৫৫,১৪,৬৪৯.৮২ ঘনফুট স্টোন ব্যালাস্ট ক্রয়ে ১৯,৯৪,৮৬,১৯৭/৭৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪

শিরোনাম ঃ **টেন্ডার ওপেনিং রেজিস্টার ও টেন্ডার সাব-মিশন শীটে উল্লিখিত দরে কাটাকাটি দ্বারা অনিয়মিতভাবে ১,৬২,৬০,০০০/- (টাকা এক কোটি বাষট্টি লক্ষ ষাট হাজার মাত্র) টাকার দরপত্র মূল্যায়ন।**

বিবরণঃ

মেইন লাইন পুনর্বাসন প্রকল্প (পশ্চিম) কার্যালয়ের হিসাব নিরীক্ষাকালে যশোরে ২ লক্ষ ঘনফুট স্টোন ব্যালাস্ট সরবরাহের টেন্ডার ওপেনিং রেজিষ্টার, ফর্ম জি-২এ এবং টেন্ডার সাবমিশন শীট পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- টেন্ডার সাবমিশন শীটে দর কাটা-কাটি করা হয়েছে। কিন্তু উক্ত কাটা-কাটিতে দরদাতার কোন স্বাক্ষর নেই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সংশোধিত দর ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত নয়;
- ফর্ম জি-২এ তে এবং টেন্ডার ওপেনিং রেজিস্টারে উল্লিখিত দরে একইরূপ কাটাকাটি আছে ;
- ফর্ম জি-২এ তে দর কাটা থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে ঠিকাদারের স্বাক্ষর থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু ওপেনিং রেজিস্টারেও একই দর কাটাকাটি থাকায় প্রমাণিত হয় যে যোগসাজশ করে পছন্দের দরদাতাকে আর্থিক সুবিধা দেয়া হয়েছে। যা পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধি ১৫(২)(এ) এর পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরপত্রটি গ্রহণ করা হয়েছে। বিধায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করা হল।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

প্রদত্ত জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। কারণ-

- Tender Submission Sheet-এর দর কাটাকাটিতে দর দাতার স্বাক্ষর না থাকায় প্রমাণিত হয় যে, দরদাতা কর্তৃক টেন্ডার সাবমিশন শীট সঠিকভাবে পূরণ করা হয়নি;
- STD এর Section-1 এর ১৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক উক্ত কারণে দরপত্র বাতিলযোগ্য ছিল। বাতিলযোগ্য দরপত্র মূল্যায়ন করা অনিয়মের পর্যায়ে পড়ে এবং বিষয়টি নিয়ম বহির্ভূত।
- টেন্ডার ওপেনিং রেজিষ্টারেও অনুরূপ দর কাটাকাটির দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিদিষ্ট দরদাতাকে আর্থিক সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যেই উক্ত অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

'উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৫

শিরোমান ঃ **উচ্চ দরে প্রাক্কলন প্রণয়ন পূর্বক দরপত্র মূল্যায়ন করায় ৪২,৬৭,৩৮৬/- (টাকা বিয়াল্লিশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার তিন শত ছিয়াশি মাত্র) টাকা ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

মেইন লাইন পুনর্বাসন প্রকল্প (পশ্চিম) কার্যালয়ের হিসাব নিরীক্ষাকালে প্রাক্কলন নং-এক্সইএন/পি/পাকশী/এমএলআর/১০১ এবং চুক্তিপত্র নং-৯৪/এমএলআর/এক্সইএন/ প্রকল্প/ পাকশী, তারিখঃ ১২-১২-২০০৬ পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মহা-পরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে দপ্তরের ২১-১২-২০০৫ তারিখের প্রকৌঃ/৩/জোন/লিমিট বর্ধিত করণ/৩০৪ সংখ্যক স্মারকে জারীকৃত এসআর/২০০৫ এর ভিত্তিতে প্রাক্কলন প্রণয়ন করার নির্দেশ থাকলেও তা অনুসরণ না করে পরিশিষ্ট-৪ এ উল্লিখিত ৪টি আইটেমে গড়ে ১২৭% অতিরিক্ত দরে প্রাক্কলন প্রণয়ন পূর্বক দরপত্র মূল্যায়ন ও ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে;
- ফলে ৪২,৬৭,৩৮৬/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ জনিত সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট- ৪) ;

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

অনুমোদিত পিপির সংস্থান অনুযায়ী বর্ণিত কাজটি করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

প্রদত্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ-

- এসআর/২০০৫ এ উদ্ধৃত দর দাপ্তরিক প্রাক্কলন প্রণয়নে বিবেচনা করা হয়নি। এসআর/২০০৫ উদ্ধৃত দরের সমসাময়িক সময়ে অস্বাভাবিক দরে উক্ত আইটেম সমূহের প্রাক্কলন প্রণয়ন পূর্বক দরপত্র মূল্যায়ন ও অর্থ পরিশোধ পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধি ৩১(৪) এর পরিপন্থী ও অনিয়মিত।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

শিরোমান ঃ **নবায়নকৃত ট্র্যাক হস্তান্তরকালে প্রকল্প কর্তৃক অবমুক্ত মালামাল কম প্রদান করায় ৮২,৮৬,২১২/৪৫ (টাকা বিরাশি লক্ষ ছিয়াশি হাজার দুই শত বার এবং পয়সা ৪৫ মাত্র) টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

মেইন লাইন পুনর্বাসন প্রকল্প (পশ্চিম) কার্যালয়ের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংযুক্ত তালিকায় (পরিশিষ্ট-৫) বর্ণিত বিভিন্ন সেকশনের মালামাল গ্রহণ ও হস্তান্তর সংক্রান্ত সেন্সাস রিপোর্ট পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- প্রকল্প কর্তৃক ট্র্যাক নবায়নের পূর্বে যে সমস্ত মালামাল ওপেন লাইন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গ্রহণ করা হয়েছে ট্র্যাক নবায়নের পর উক্ত গৃহীত মালামালের চেয়ে কম মালামাল হস্তান্তর করা হয়েছে;
- ফলে কম হস্তান্তরকৃত মালামালের মূল্য বাবদ ৮২,৮৬,২১২/৪৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

কম হস্তান্তরকৃত মালামাল লাইনে লাগিয়ে হিসাবভুক্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

প্রদত্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ-

- ট্র্যাক নবায়নকালে রাজস্ব বিভাগের মালামাল প্রকল্প কর্তৃক ট্র্যাকে ব্যবহারের কোন নিয়ম নেই;
- ট্র্যাক নবায়নের জন্য পিপিতে মালামালের সংস্থান ছিল;
- গৃহীত মালামাল বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এনেক্সার-৪ মোতাবেক গৃহীত সকল মালামাল ওপেন লাইনের নিকট হস্তান্তর করা বাধ্যতামূলক।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭

শিরোমান ঃ **পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধি উপেক্ষা করে ডিপিএম দ্বারা ৬৩,৭০,০০০/- (টাকা তেষট্টি লক্ষ সত্তর হাজার মাত্র) টাকার এম এস বিয়ারিং প্লেট ক্রয়জনিত অনিয়ম।**

বিবরণঃ

প্রকল্প পরিচালক, মেইন লাইন পুনর্বাসন প্রকল্প/পশ্চিম কার্যালয়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে চুক্তিপত্র নং পিডি/বিপি/এজিটি/০৯-২০০৭ হতে পরিলক্ষিত হয় যে,

- ডিপিএম এর মাধ্যমে ২ প্রকার এম এস বিয়ারিং প্লেট ক্রয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৬)।
- ম্যাস অটো ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কসকে একমাত্র বিয়ারিং প্লেট উৎপাদনকারী এবং সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান দেখিয়ে ডিপিএম দ্বারা তালিকায় উল্লিখিত ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
- মেসার্স নুর-ই- এলাহী এন্ড ব্রাদার্স লিঃ এবং মেসার্স রহিম ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেডও এমএস বিয়ারিং প্লেট উৎপাদন ও সরবরাহকারী বিষয়টি বিবেচনায় না এনে প্রতিযোগিতা এড়ানোর উদ্দেশ্যে ডিপিএম এর মাধ্যমে উক্ত মালামাল ক্রয় করা হয়েছে- যা পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধি ১৮(১) এর পরিপন্থী।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

পরীক্ষা করে পরবর্তীতে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

আলোচ্য ক্ষেত্রে বিধি বহির্ভূতভাবে প্রতিযোগিতা এড়িয়ে ১টি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছে। ফলে বিষয়টি গুরুতর অনিয়মের পর্যায়ে পড়ে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

শিরোমান ঃ **চুক্তিপত্র মোতাবেক কাজ সম্পাদন না করায় ১৫,২০,০০০/- (টাকা পনের লক্ষ বিশ হাজার মাত্র) টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

মেইন লাইন পুনর্বাসন/প্রকল্প/পশ্চিম কার্যালয়ের হিসেব বিশেষ নিরীক্ষাকালে সংযুক্ত তালিকায় (পরিশিষ্ট-৭) বর্ণিত সান্তাহার-বোনারপাড়া সেকশনের বর্ণিত ১৬টি লিফটিং বেরিয়ার প্রতিস্থাপন, গেট লজ ও রোড সার্ফেজ মেরামতের চূড়ান্ত বিল এবং কাজের বাস্তব যাচাই পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- সংশ্লিষ্ট কাজের চুক্তিপত্রে ১৬টি লিফটিং বেরিয়ার প্রতিস্থাপনের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও তা করা হয়নি;
- উক্ত প্রতিস্থাপনের কাজ সম্পাদন না করা সত্বেও উক্ত কাজের অনুকূলে ১৫,২০,০০০/- টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।
- সরবরাহকৃত লিফটিং বেরিয়ার ও আনুসংগিক মালাম'ল এস/১৩ (অকেজো) করে ডিসিওএস, সৈয়দপুরে জমা প্রদান করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

সংশ্লিষ্ট এ,ই,এন/প্রকল্পের নিকট হতে মতামত নিয়ে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

বাস্তব যাচাইকালে ১৬টি লিফটিং বেরিয়ার প্রতিস্থাপন না করার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

শিরোমান ঃ **মজুদে ওয়েল্ডিং পোরশন ঘাটতি থাকায় ২৬,২৬,৪০০/- (টাকা ছাব্বিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশত মাত্র) টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

মেইন লাইন পুনর্বাসন প্রকল্প (পশ্চিম) কার্যালয়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে এস.এস.এই/ওয়ে/প্রকল্প/ঈশ্বরদী এর আওতায় প্রাপ্ত, ব্যবহৃত এবং মজুদ মালামালের হিসাব পর্যালোচনা এবং মজুদ বাস্তব যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে,

- উক্ত অফিসে সংরক্ষিত Work done এর হিসাব মোতাবেক ওয়েল্ডিং পোরশন মজুদে থাকার কথা ১৮৪০টি। কিন্তু বাস্তব যাচাইয়ে পাওয়া যায় ৫০০টি;
- ফলে ঘাটতি প্রাপ্ত ওয়েল্ডিং পোরশনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮৪০-৫০০=১৩৪০টি। এতে প্রতিটির মূল্য ১৯৬০/- হিসাবে ১৩৪০×১৯৬০=২৬,২৬,৪০০ টাকা ঘাটতি জনিত ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট -৮)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

গোডাউনের বিভিন্ন স্থানে ওয়েল্ডিং পোরশন এলোমেলোভাবে আছে। যা তাৎক্ষণিকভাবে গণনা করে দেখানো সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে গণনা করে নিরীক্ষাকে জানানো হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

প্রদত্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ-

- বাস্তব যাচাইকালে ওয়েল্ডিং পোরশনগুলো এক জায়গায় স্তূপীকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়;
- গোডাউনে এলোমেলোভাবে মাল রাখার কোন নিয়ম নেই এবং বাস্তব যাচাইয়ে প্রাপ্ত স্তূপ ছাড়া অন্য কোন স্থানে ওয়েল্ডিং পোরশন পাওয়া যায়নি;
- সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী এবং এসএসএই/ওয়ে/প্রকল্প কর্তৃক স্বাক্ষরিত কার্য সম্পাদন বিবরণীও বাস্তব যাচাই এর শীট থেকে প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত পরিমাণ ওয়েল্ডিং পোরশন মজুদে ঘাটতি ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

শিরোমান ঃ **একই কাজের অনুকূলে খন্ড খন্ড প্রাক্কলন প্রণয়ন, দরপত্র মূল্যায়ন ও বিল পরিশোধের ফলে ২০,০০,০০০/- (টাকা বিশ লক্ষ মাত্র) টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

মেইন লাইন পুনর্বাসন প্রকল্প (পশ্চিম) কার্যালয়ের হিসাব নিরীক্ষাকালে উডেন স্লীপার সরবরাহ সংক্রান্ত প্রাক্কলন, দরপত্র TEC এর মূল্যায়িত প্রতিবেদন এবং চুক্তিপত্র সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- ঈশ্বরদীতে এক লক্ষ ঘনফুট উডেন স্লীপার সরবরাহের কাজে একই সময়ে পৃথক ভাবে ২টি দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন করা হয়েছে যার প্রতি এককে গৃহীত দর ছিল ১,১১২/- টাকা এবং ১,০৪৮/- টাকা। (পরিশিষ্ট-৯)।
- ওয়ে এন্ড ওয়ার্কস ম্যানুয়েলের প্যারা ১০১৬ মোতাবেক একই কাজের জন্য খন্ড খন্ড করে প্রাক্কলন প্রণয়ন এবং দাখিলের কোন নিয়ম নেই;
- আলোচ্য ক্ষেত্রে একই কাজ দুই খন্ডে বিভক্ত করায় প্রতি ঘনফুটে দরের পার্থক্য হয়েছে। (১,১১২/- -১,০৪৮/-) = ৬৪/- টাকা। ফলে ৩১,২৫০ ঘনফুট স্লীপার বেশী দরে সরবরাহ নেয়ায় ৬৪/- × ৩১২৫০ = ২০,০০,০০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে;

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

কাজের সুবিধার্থে ও দরপত্র প্রতিযোগিতামূলক করার নিমিত্তে আলাদা-আলাদাভাবে দরপত্র আহবান করা হয়েছে মর্মে ধারনা করা যাচ্ছে। তাই আপত্তিটি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- ধারণার ভিত্তিতে জবাব প্রদান করা হয়েছে বিধায় প্রদত্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়।
- একই কাজ দুই খন্ডে বিভক্ত না করে ন্যূনতম দরে উডেন স্লীপার গৃহীত হলে উপর্যুক্ত অর্থ সাশ্রয় হতো।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

শিরোমান ঃ **দরপত্র সিডিউলের শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়ে অতিরিক্ত মাটির কাজের অনুকূলে অর্থ পরিশোধ করায় ২৫,০৬,৩৯৬/- (টাকা পঁচিশ লক্ষ ছয় হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই মাত্র) টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

মেইন লাইন পুনর্বাসন প্রকল্প (পশ্চিম) কার্যালয়ের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংযুক্ত তালিকায় (পরিশিষ্ট-১০) বর্ণিত সান্তাহার-বগুড়া এবং বগুড়া-বোনারপাড়া সেকশনের সেচ এন্ড ব্যাংক মেরামত, ব্যালাস্ট ওয়াল নির্মাণ ও ব্যাংক প্রটেকশন কাজের বিল চুক্তিপত্র ও আনুষংগিক নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- দরপত্র সিডিউলের ২নং বিশেষ শর্তে "আলোচ্য কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত মাটির কাজের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে উক্ত মাটির কাজের জন্য ঠিকাদারকে কোন অতিরিক্ত টাকা প্রদান করা যাবে না" মর্মে উল্লেখ ছিল;
- দরপত্রে বর্ণিত শর্ত উপেক্ষা করে ঠিকাদারের অনুকূলে অতিরিক্ত ৪১,৮৬,৭৮৯.৩০ ঘনফুট মাটির কাজ দেখিয়ে ২৫,০৬,৩৯৬/- টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

বাস্তবতার ভিত্তিতে অতিরিক্ত কাজের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পূরক চুক্তিপত্র সম্পাদনের মাধ্যমে উক্ত অতিরিক্ত মাটির কাজের বিল পরিশোধ করা হয়।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

প্রদত্ত জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। সেচ এন্ড ব্যাংকের মাটির কাজ যথাযথভাবে সম্পাদন না করার বিষয় ওপেন লাইনের সহকারী নির্বাহী প্রকৌশলী/বগুড়ার ১০-০৪-২০০০, এবং ২৮-০৫-২০০১ এর পত্রে উল্লেখ আছে। উপরন্ত সম্পূরক চুক্তির মাধ্যমে ঠিকাদারকে আর্থিকভাবে লাভবান করা হয়েছে। যাতে টেন্ডারের বিশেষ শর্ত-২ লংঘিত হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

শিরোমান ঃ **কাল্পনিক বোল্ডার ডিগিং ও পিচিং দেখিয়ে অর্থ পরিশোধ করায় ৩,৪০,৭৩৬/- (টাকা তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশত ছত্রিশ মাত্র) টাকা ক্ষতি।**

বিবরণঃ

মেইন লাইন পুনর্বাসন প্রকল্প (পশ্চিম) কার্যালয়ের হিসাব নিরীক্ষাকালে সংযুক্ত তালিকায় (পরিশিষ্ট-১০) বর্ণিত সান্তাহার-বগুড়া সেকশনের সেচ এন্ড ব্যাংক নির্মাণ, ব্যালাস্ট ওয়াল ও ব্যাংক প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ কাজের চূড়ান্ত বিল ও সংশ্লিষ্ট নথি পত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- তালিকায় উল্লিখিত আইটেমগুলির অনুকূলে বোল্ডার ডিগিং ও পিচিং করানো দেখিয়ে ঠিকাদারের অনুকূলে ৩,৪০,৭৩৬/- টাকা পরিশোধ করা হয়েছে;
- বাস্তবে রেলওয়ের কোন পাথর কোয়রি (Quarry না থাকায় বোল্ডার ডিগিং ও পিচিং এবং কুড়িয়ে পাওয়ার কাজটি কাল্পনিক।
- অন্য কোন অননুমোদিত উৎস থেকে বোল্ডার বা পাথর পাওয়া গেলে তা কন্ট্রাকটরস গাইডেন্স এর ৩৭৯ প্যারা মোতাবেক বাজেয়াপ্ত হওয়ার নিয়ম রয়েছে বিধায় সেক্ষেত্রেও ঠিকাদারকে অর্থ পরিশোধের কোন সুযোগ নেই;
- উল্লিখিত গাইডেন্স এর প্যারা ৩৭২ মোতাবেক অনুমোদিত কোন উৎস থেকে বোল্ডার কুড়িয়ে পাওয়া গেলে তা পরিমাপের জন্য স্তূপ করার নিয়ম থাকলেও তা পরিপালন করা হয়নি;
- চুক্তির সাধারণ শর্ত মোতাবেক Stack measurement করে পাসিং সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে বোল্ডার পিচিং এর নিয়মও পরিপালিত না হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, উল্লিখিত বোল্ডার ডিগিং ও পিচিং সম্পূর্ণ কাল্পনিক। ফলে কাল্পনিক ডিগিং ও পিচিং দেখিয়ে যে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে তা সরকারের ক্ষতি হিসাবে গণ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

পরীক্ষা/নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে মতামত দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

প্রদত্ত জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ প্রয়োজন।

স্বাক্ষরিত

(মোঃ মতিয়ার রহমান)

মহাপরিচালক

রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ ০৮/০৮/১৪১৬ বঙ্গাব্দ।
২২/১১/২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ।